গ্রন্থাকারের বিনতি

গোস্বামীর অনুমতি, বন্দি মাতা সরস্বতী,
মূঢ়মতি আমি অভাজন।
শক্তিময়ী দিয়া শক্তি, আমা দ্বারা কর উক্তি,
পঞ্চাশ বর্ণ ব্যঞ্জন।।
নাহি মোর বর্ণজ্ঞান, নাহি সূক্ষ্মানুসন্ধান,
সাহসিনু লিখিতে পুস্তক।
যদ্যপি জ্ঞানবিহীন, তবু মম শুভ দিন,
লিখিতে এ হাতের সার্থক।।
হৃদিপদ্ম প্রস্ফুটিত, মন বড় আনন্দিত,
রচিতে হরি চরিত্রলীলা।
এই মঙ্গলাচরণ, ভববন্ধন মোচন,
শুনিতে মঙ্গল সুশৃঙ্খলা।।
কৃষ্ণসারচর্ম দলে, কুঠার বাঁধিয়া গলে,
অই দলে জুড়ি দুই হাত।
দন্তে তৃণ ধরি কেঁদে, সাধু বৈষ্ণবের পদে,
কোটি কোটি করি দণ্ডবৎ।।
হরি-কথা লীলামৃত, কে বলিতে পারে কত,
যে যত বা করেন প্রকাশ।
মুনিগণে লেখে যত, ধ্যান অনুযায়ী মত,
বেদব্যাস কবি কৃষ্ণদাস।।
লেখে যদি শূলপাণি, বাণী যদি বলে বাণী,
তবু বাণী অবধি না হয়।
আমি যে সাহস করি, লিখিতে কলম ধরি,
সাধু গুরু বৈষ্ণব কৃপায়।।
কার্য্য অতি দুরারাধ্য, লিখিতে নাহিক সাধ্য,
হেন সাধ্য যেনতেন মতে।
লিখি লীলা গুহ্য বাহ্য, গ্রন্থাকার মনোধার্য্য,
পূজ্য হোক্ ভক্ত সমাজেতে।।

বেদব্যাস মহামুনি, যত লিখিলেন তিনি,
চারিবেদ আঠার পুরাণ।
শাস্ত্র লেখে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, গ্রন্থ লেখে লক্ষ লক্ষ,
দেখিল করিয়া যাহা ধ্যান।।
একদা বদ্রিকাশ্রমে, ব্যাস মুনি ছিল ঘুমে,
হেনকালে আসি দুই পাখী।
বদরী শাখার পরে, দুই পাখী শব্দ করে,
ব্যাসদেব মেলিলেন আঁখি।।
শাখে বসি দুই শুকে, একটি কহিছে সুখে,
অবিরত 'ত্রয়োস্ত্রিংশৎ'।
অন্যটির মুখে বাণী, শুনিতেছে ব্যাস মুনি,
উঠে ধ্বনি 'পঞ্চপঞ্চাশৎ'।।
বাণী শুনি অকস্মাৎ, ব্যাস করে দৃষ্টিপাত,
পাখী কেন সংস্কৃত কহে।
তাহা শুনিয়া বিস্ময়, সত্যবতীর তনয়,
কিঞ্চিৎ ধ্যানস্থ হ'য়ে রহে।।
ধ্যানেতে হইয়া জ্ঞাত, উভয় পাখীর তথ্য,
ত্রয়োস্ত্রিংশৎ যে করে প্রকাশ।
অইটি বাল্মীকি মুনি, দেখেছেন ব্যাসমুনি,
পঞ্চপঞ্চাশৎ কহে ব্যাস।।
পাখী কহে সংস্কৃত, ইহার কারণ অর্থ,
জানিবারে পুনঃ করে ধ্যান।
বাল্মীকি কহিছে বাণী, রচি রামায়ণ খানি,
করিয়াছি নামের বাখান।।
ধর্ম্ম-অর্থ পাপ-পুণ্য, ব্যবস্থা হয়েছে ধন্য,
প্রথম পুরুষ রামলীলে।
বৈকুণ্ঠনায়ক হরি, যৈছে অবতারকারী,
বর্ণিলাম স্বয়ং হরি বলে।।
স্বয়ং কৃষ্ণলীলাসার, শুদ্ধ মানুষাবতার,
তাঁর তত্ত্ব তাঁর প্রাপ্তি কিসে।
তাহা আমি লিখি নাই, ধ্যানেতেও নাহি পাই,
তুমি তাহা লিখ অবশেষে।।